বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড
ঢাকা।

সিটিজেন চার্টার

সেবা কার্যক্রম নির্দেশিকা
(Service Providing Guideline)

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ফোন	:	৯৩৩০২১৮ (Help Desk)
ওয়েব সাইটের ঠিকানা	:	www.bfcb.gov.bd
ই-মেইল ঠিকানা	:	secretarybfcb@yahoo.com

ভূমিকা:

চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। শুধু বিনোদনের ক্ষেত্রে নয় শিক্ষারও অন্যতম বাহন। বা স্তব ও জীবনধর্মী চলচ্চিত্র দেশ ও জাতিকে বিশ্বের দরবারে যেমন পরিচিত করে তোলে তেমনি বয়ে আনে সম্মান ও স্বীকৃতি। এ শিল্পকে দেশের সর্ব স্তরের মানুষের গ্রহণ উপযোগী করে একটি আধুনিক গণমাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা দরকার; যেখানে বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন থাকবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সৃষ্টি।

পটভূমি:

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট, ১৯১৮ এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালে গঠিত হয় 'ইস্টবেঙ্গল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস'। পরবর্তীকালে ১৯৬৩ সালের সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট (১৯৬৩ এর ১৮ নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে 'সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস্ ' গঠন করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় রাওয়ালপিন্ডিতে রেখে ঢাকা এবং লাহোরে দুটি শাখা বোর্ড স্থাপন করা হয়। দি সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট, ১৯১৮-এ মূলত সিনেমাটোগ্রাফ এবং সেন্সরশিপ অ্যাক্ট দুটো আইনই একত্রে ছিল। পরবর্তীতে সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট, ১৯১৮ পৃথক করে ১৯৬৩ সালে দি সেন্সরশিপ অব ফিল্ম অ্যাক্ট, ১৯৬৩ নামে সংশোধিত আকারে নতুন আইন তৈরি করা হয়।

বর্তমানে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৪১নং আদেশ বলে সংশোধিত চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন, ১৯৬৩ এবং তদধীন প্রণীত চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ বিধি, ১৯৭৭ অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে।

বোর্ডের কার্যাবলি:

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের প্রধান কাজ দেশি-বিদেশি, বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যিক বাংলা ও ইংরেজি ছায়াছবি, ট্রেইলার, বিজ্ঞাপন এবং উৎসব ও দূতাবাসের ছায়াছবি সেন্সর করে সনদপত্র প্রদান।
- চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন ও বিধি বাস্তবায়ন করা।
- সেন্সরশিপ আইন ও বিধির লংঘন ও সিনেমা প্রদর্শনে অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যকর ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত জুরি বোর্ডকে ছায়াছবি বাছাই কার্যে সকল দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করা;
- স্থানীয় ফিল্ম ক্লাবসমূহের নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

সেন্সর বোর্ড গঠন:

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আবেদনকৃত চলচ্চিত্রসমূহ পরীক্ষাপূর্বক সনদপত্র প্রদানের লক্ষ্যে সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড গঠন করে থাকে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকার বলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি এবং চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড ১৫ (পনেরো) জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

এছাড়া চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন বিবেচনার জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি ফিল্ম সেন্সর আপিল কমিটি রয়েছে।

বোর্ড কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো:

- প্রথম শ্রেণি = ০৩ (তিন)টি
  ক) চেয়ারম্যান
  খ) ভাইস চেয়ারম্যান
  গ) বোর্ড সচিব
- দ্বিতীয় শ্রেণি = ০৬ (ছয়)টি, চলচ্চিত্র পরিদর্শক
- তৃতীয় শ্রেণি = ১৮ (আঠার)টি
- চতুর্থ শ্রেণি = ০৬ (নয়)টি

মোট = ৩৩টি

সরঞ্জাম :

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে চলচ্চিত্র পরীক্ষণের জন্য একটি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত প্রজেকশন হল রয়েছে। এখানে দু'টি ৩৫ মি. মি. ও দু'টি ১৬ মি. মি. প্রজেক্টর এবং একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর রয়েছে।

???????? ????????? ??????????????

- বাংলাদেশের অনুমোদিত প্রেক্ষাগৃহসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য/ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ।
- বিদেশে নির্মিত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের আমদানিকারী প্রতিষ্ঠান ।
- দূতাবাসের বাইরে জনসাধারণের মধ্যে নিজস্ব চলচ্চিত্রসমূহ প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট বিদেশি দূতাবাসসমূহ।
- বিভিন্ন দেশি বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শন/উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের নিবন্ধনকৃত ফিল্ম ক্লাবসমূহ।
- বাংলাদেশের অনুমোদিত প্রেক্ষাগৃহসমূহে প্রদর্শনের নিমিত্তে নির্মিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপনচিত্রের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ।

বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের সনদপত্র প্রাপ্তি সংক্রান্ত সেবা প্রদান পদ্ধতি:

কোনো ছায়াছবির সনদপত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নে বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করতে হয়:

ক্র. নং	চলচ্চিত্রের প্রকৃতি	আবশ্যকীয় তথ্যাদি
(ক)	পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি (৩৫ মি. মি./ ১৬ মি. মি./ডিজিটাল ফরম্যাট)	(১) নির্ধারিত ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র। (২) নির্ধারিত ঘোষণাপত্র। (৩) পরীক্ষণ ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ সরকারের রাজস্ব খাতে জমাকৃত ট্রেজারি চালানের কপি। (৪) নির্ধারিত ফরমে ২০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিট (প্রযোজকের-২টি, কাহিনিকারের-১টি ও সংগীত পরিচালকের-১টি) (৫) চলচ্চিত্রটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি গানের কথা- ৩ কপি (গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠ শিল্পী ও অভিনয় শিল্পীদের নামসহ) (৬) শিল্পী ও কলাকুশলীদের তালিকা- ৩ কপি। (৭) কাহিনি সংক্ষেপ- ৩ কপি (৮) সুটিং স্ক্রিপ্ট ১টি (৯) চলচ্চিত্রটির দৈর্ঘ্য বিবরণী (১০) বিএফডিসি'র ক্লিয়ারেন্স (ছায়াছবিটি বিএফডিসি ছাড়া অন্য কোন স্টুডিওতে নির্মিত হলে) (১১) চলচ্চিত্রটির ১টি প্রিন্ট/ডিভিডি/পেন ড্রাইভ/হার্ডড্রাইভ (১২) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে পূর্ববর্তী ছবির একটি কপি (প্রিন্ট) জমাদান সংক্রান্ত প্রমাণপত্র। (১৩) প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিএফডিসি'র পাওনা নেই মর্মে অনাপত্তি।

(খ)	পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবির ট্রেইলার	(১) নির্ধারিত ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র। (২) পরীক্ষণ ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ সরকারের রাজস্ব খাতে জমাকৃত ট্রেজারি চালানের কপি। (৩) ট্রেইলারটির ১টি প্রিন্ট/ডিভিডি/পেন ড্রাইভ/হার্ডড্রাইভ।
(গ)	বিজ্ঞাপনচিত্র	(১) নির্ধারিত ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র। (২) পরীক্ষণ ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ সরকারের রাজস্ব খাতে জমাকৃত ট্রেজারি চালানের কপি। (৩) বিজ্ঞাপনচিত্রের ১টি প্রিন্ট/ডিভিডি/পেন ড্রাইভ/হার্ডড্রাইভ।
(ঘ)	আমদানিকৃত পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি	(১) নির্ধারিত ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র ; (২) পরীক্ষণ ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ সরকারের রাজস্ব খাতে জমাকৃত ট্রেজারি চালানের কপি ; (৩) নির্ধারিত ফরমে ২০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিট (আমদানিকারকের-১টি) ; (৪) ইনভয়েসের কপি ; (৫) গল্প সংক্ষেপ/প্রেস বুক ; (৬) এয়ারওয়ে বিল ; (৭) এল,সি এর সত্যায়িত প্রতিলিপি ; (৮) বিল অব এন্ট্রির সত্যায়িত প্রতিলিপি ; (৯) চুক্তিপত্রের মূল কপি ; (১০) ছায়াছবি আমদানির এন,ও,সি (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত) (১১) রপ্তানিকারী দেশের প্রযোজক/পরিবেশক সমিতি থেকে প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র সম্পর্কে রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবেশনার রাইট ও এর সঠিকতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ; (১২) আমদানিকৃত চলচ্চিত্রের ১টি প্রিন্ট/ডিভিডি/পেন ড্রাইভ/হার্ড ড্রাইভ।
(ঙ)	আমদানিকৃত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ট্রেইলার	(১) নির্ধারিত ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র; (২) পরীক্ষণ ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ সরকারের রাজস্ব খাতে জমাকৃত ট্রেজারী চালানের কপি; (৩) ট্রেইলারের প্রিন্ট/ ডিভিডি/পেন ড্রাইভ/হার্ড ড্রাইভ।
(চ)	বিদেশি দূতাবাসের (অবাণিজ্যিক) চলচ্চিত্র	(১) নির্ধারিত ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র; (২) চলচ্চিত্রটির প্রিন্ট/ ডিভিডি/পেন ড্রাইভ/হার্ড ড্রাইভ। (৩) গল্প সংক্ষেপ/প্রেস বুক । (৪) তথ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপত্র।
(ছ)	ফিল্ম ক্লাব/ ফেডারেশন/ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত উৎসবের (অবাণিজ্যিক) চলচ্চিত্র	(১) নির্ধারিত ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র; (২) চলচ্চিত্রটির প্রিন্ট/ ডিভিডি/পেন ড্রাইভ/হার্ড ড্রাইভ। (৩) গল্প সংক্ষেপ/প্রেস বুক ; (৪) তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপত্র; (৫) প্রদর্শিতব্য চলচ্চিত্রসমূহের স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে অনুমতিপত্র;
(জ)	স্থিরচিত্র, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, বিলবোর্ড, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন	(১) নির্ধারিত ফরমে পূরণকৃত আবেদনপত্র ; (২) পোস্টার/ফটোসেট ইত্যাদি প্রচার সামগ্রীর মুদ্রিতব্য ডিজাইন এবং এর প্রতিলিপি ;

আবেদনপত্রের নির্ধারিত ফরম, ঘোষণাপত্র, অনুমোদিত চালানপত্র, এফিডেভিটের ফরম ইত্যাদি বিনামূল্যে এ দপ্তর থেকে সরবরাহ করা হয়। আবেদনপত্র বোর্ড সচিব বরাবর জমা দিতে হয়।

চলচ্চিত্র পরীক্ষণ ও স্ক্রিনিং ফি এর হার:

সেন্সর সনদপত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনো চলচ্চিত্রের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষণ ও স্ক্রিনিং ফি বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সরশিপ বিধি, ১৯৭৭ এর ৩৬ বিধিতে বর্ণিত রাজস্ব হিসাবের খাত ''১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১''-এ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হয়।

(ক) চলচ্চিত্রের পরীক্ষণ ফি:

চলচ্চিত্রের সাইজ/ ফরমেট	চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য	ফি এর হার
১। ৩৫ মিলিমিটার (২-ডি, ৩-ডি, সিনেমাস্কোপ, ভিস্টাভিশন)	(i) যেখানে ছায়াছবির দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুটের অধিক নয়।	১০০০/- টাকা।
	(ii) যেখানে ছায়াছবির দৈর্ঘ্য ৩০০০ ফুটের অধিক নয়।	৪০০০/- টাকা।
	(iii) যেখানে ছায়াছবির দৈর্ঘ্য ৩০০০ ফুটের অধিক কিন্তু ১৩০০০ ফুটের অধিক নয়।	৪০০০/- টাকাসহ ৩০০০ হাজার ফুটের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০০ ফুট অথবা এর ভগ্নাংশের জন্য ১৫০০/- টাকা।
	(iv) যেখানে ছায়াছবির দৈর্ঘ্য ১৩০০০ ফুটের অধিক।	১৯০০০/- টাকাসহ ১৩০০০ হাজার ফুটের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ ফুট অথবা এর ভগ্নাংশের জন্য ৩০০০/- টাকা। তবে বিদেশি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ১৯০০০/- টাকাসহ ১৩০০০ ফুটের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ ফুট অথবা এর ভগ্নাংশের জন্য ২০০০/- টাকা।
২। ১৬ মিলিমিটার	(i) যেখানে ছায়াছবির দৈর্ঘ্য ১২০০ ফুটের অধিক নয়।	টাকা ১০০০/- প্রতি ৪০০ ফুট অথবা এর ভগ্নাংশের জন্য।
	(ii) যেখানে ছায়াছবির দৈর্ঘ্য ১২০০ ফুটের অধিক।	৩০০০ টাকাসহ প্রতি ৪০০ ফুট অথবা ইহার ভগ্নাংশের জন্য ১০০০ টাকা।
৩। ডিজিটাল ও অন্যান্য ফরম্যাট	চলচ্চিত্রের স্থায়িত্ব (timing or running time) মিনিটে নির্ধারণ করে তাকে ৯০ দিয়ে গুণ করে ৩৫ মি. মি. চলচ্চিত্রের তুল্য দৈর্ঘ্যে নির্ধারণ করা হয়। এভাবে নির্ণীত তুল্য দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে ফি এর হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।	

(খ) চলচ্চিত্রের স্ক্রিনিং ফি:

চলচ্চিত্রের সাইজ	চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য	ফি এর হার
১। ৩৫ মিলিমিটার (২-ডি, ৩-ডি, সিনেমাস্কোপ, ভিস্টাভিশন)	২০০০ ফুট পর্যন্ত	১০০০/- টাকা।
	২০০০ ফুটের অধিক	৬০০০/- টাকা।
২। ১৬ মিলিমিটার	২০০০ ফুট পর্যন্ত	১০০০/- টাকা।
	২০০০ ফুটের অধিক	২০০০/- টাকা।
৩। ডিজিটাল ও অন্যান্য ফরম্যাট	চলচ্চিত্রের স্থায়িত্ব (timing or running time) মিনিটে নির্ধারণ করে তাকে ৯০ দিয়ে গুণ করে ৩৫ মি. মি. চলচ্চিত্রের তুল্য দৈর্ঘ্যে নির্ধারণ করা হয়। এভাবে নির্ণীত তুল্য দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে ফি এর হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।	

বোর্ডের চলচ্চিত্র পরীক্ষণ পদ্ধতি:

- কোনো চলচ্চিত্রের সেন্সর সনদপত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ক্রমানুসারে উক্ত চলচ্চিত্রের পরীক্ষণ সূচি প্রণীত হয়।
- পরীক্ষার পর ছায়াছবিটিতে সেন্সর নীতিমালা বিরোধী কোনো আপত্তিকর দৃশ্য না থাকলে চলচ্চিত্রটির অনুকূলে বিনা কর্তনে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী মর্মে সেন্সর সনদপত্র প্রদান করা হয়।
- ছায়াছবিটিতে সেন্সর নীতিমালা বিরোধী কোনো আপত্তিকর দৃশ্য থাকলে সেসব দৃশ্য কর্তনের জন্য বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে ছবির প্রযোজককে জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রযোজক কর্তৃক আপত্তিকর দৃশ্যসমূহ কর্তন করে সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়ার পর কর্তনসমূহ পরীক্ষা করে সঠিক হলে উক্ত চলচ্চিত্রকে কর্তন সাপেক্ষে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী মর্মে সেন্সর সনদপত্র প্রদান করা হয়।

চলচ্চিত্র সংসদসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সেবা প্রদান পদ্ধতি:

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র সংসদসমূহ কাজ শুরু করার পূর্বে নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি প্রদান করে গঠণতন্ত্রের অনুলিপিসহ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের নিকট নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র সংসদের গঠনতন্ত্রের আওতায় যে কোনো একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে চলচ্চিত্র সংসদের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করবেন। প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত কাগজপত্রসহ পেশ করতে হবে :

- ১৯৭৭ সালের বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সরশিপ বিধির ৩৬ বিধিতে বর্ণিত রাজস্ব হিসাবের খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে নির্ধারিত নিবন্ধন ফি জমা দেওয়া চালানের মূল কপি'
- চলচ্চিত্র সংসদের সংগঠন ও উদ্দেশ্য সম্বলিত গঠনতন্ত্র এবং
- অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র।

নিবন্ধন ও নবায়ন ফি প্রতি পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নিম্নোক্ত হারে প্রদান করতে হবে:

- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, ও রাজশাহী সদরে অবস্থিত ফিল্ম ক্লাবের জন্য ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।
- অন্যান্য স্থানের জন্য ১৭৫০/- (এক হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা।

চলচ্চিত্র সংসদ কর্তৃক চলচিচত্র প্রদর্শন সংক্রান্ত সেবাদান পদ্ধতি:

ফিল্ম ক্লাবসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৮০ অনুসারে ফিল্ম ক্লাব (চলচ্চিত্র সংসদ) কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রতিপালন করতে হবে :

- কোনো রেজিস্ট্রিকৃত ফিল্ম ক্লাব/চলচ্চিত্র সংসদ কোনো চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের স্থান, তারিখ ও সময় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডকে এবং যে জেলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে সে জেলার ডেপুটি কমিশনারকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।
- কোনো রেজিস্ট্রিকৃত ফিল্ম ক্লাব/চলচ্চিত্র সংসদ বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো বিদেশি কূটনৈতিক মিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত কোনো চলচ্চিত্র কেবল সে ক্ষেত্রে প্রদর্শন করতে পারবে যেক্ষেত্রে চলচ্চিত্রটি সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট মিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- ফিল্ম ক্লাব/চলচ্চিত্র সংসদসমূহকে সম্পূর্ণ অবাণিজ্যক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতে হবে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (অবাণিজ্যিক) চলচ্চিত্র পরীক্ষা সংক্রান্ত সেবাদান পদ্ধতি:

- চলচ্চিত্র সংসদ/ফেডারেশন/ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিতব্য চলচ্চিত্রসমূহ যথানিয়মে সেন্সরপূর্বক সনদপত্র গ্রহণ করতে হয়।
- এ জন্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্রসহ চলচ্চিত্রের প্রেস বুক/কাহিনি সংক্ষেপ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র, সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি জমা বাবদ চালানের কপি, সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রিনট/ডিভিডি/পেন ড্রাইভ/হার্ড ড্রাইভ, প্রদর্শিতব্য চলচ্চিত্রসমূহের স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে অনুমতিপত্র, যে সম স্ত স্থানে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে তার ঠিকানা সম্বলিত তালিকা ইত্যাদি জমা দিতে হয়।
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের শর্তাবলি পালনপূর্বক উৎসব পালিত হচ্ছে এ মর্মে একটি অঙ্গীকারনামাও দাখিল করতে হয়।

বিদেশি মিশনসমূহকে সেবা প্রদান পদ্ধতি:

- বাংলাদেশস্থ বিদেশি মিশনসমূহ তাদের নিজস্ব কোনো সংবাদচিত্র, তথ্যচিত্র কিংবা পূর্ণদৈর্ঘ্য/স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন করতে চাইলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড বরাবর সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়।
- আবেদনের পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের যথাযথ অনুমোদন নিতে হয়। সেন্সর বোর্ড প্রাপ্ত সংবাদচিত্র, তথ্যচিত্র পরীক্ষামেত্ম স্থান, তারিখ উল্লেখসহ অবাণিজ্যিক ও অ-প্রেক্ষাগৃহমূলক ভিত্তিতে প্রদর্শন সাপেক্ষে উক্ত চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করে থাকে।
- দূতাবাসের চলচ্চিত্রসমূহ পরীক্ষণের জন্য কোনো পরীক্ষন ও স্ক্রিনিং ফি নেয়া হয় না।
- বিদেশি মিশনসমূহ তাদের দূতাবাসের বাইরে কোনো স্থানে নিজস্ব বা অন্য কোনো স্থানীয় চলচ্চিত্র সংসদের সাথে যৌথ উদ্যোগে তাদের নিজস্ব চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতে চাইলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের পূর্বানুমতি নিতে হয়।

চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন, বিধি ও কোড সম্পর্কে সেবা গ্রহীতার জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী:

দি সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট, ১৯৬৩ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য জরুরি আইনসমূহ

আপিল সংক্রান্ত:

- কোনো চলচ্চিত্র পরীক্ষা করার পর বোর্ড যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ছায়াছবিটি বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী নয় তাহলে এ সিদ্ধা ন্ত আবেদনকারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে জানিয়ে দিবে।
- আবেদনকারী এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকার বরাবর আপিল আবেদন পেশ করতে পারবেন।
- সরকার কর্তৃক গঠিত আপিল কমিটি উক্ত চলচ্চিত্র পরীক্ষার পর বোর্ডের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে পারেন অথবা চলচ্চিত্রটি কর্তন ও সংযোজনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করে সেন্সর বোর্ড বরাবর জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন।
- আপিল আবেদন নাকচ হলে সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত চলচ্চিত্রকে সমগ্র বাংলাদেশে সনদপত্রবিহীন ছায়াছবি হিসেবে ঘোষণা করবেন।

সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের প্রচারণা সংক্রান্ত

- যে কোনো প্রচারণা সামগ্রী, যেমন- স্থিরচিত্র, ডায়াগ্রাম, স্কেচ, পোস্টার, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি কোনো প্রেক্ষাগৃহে অথবা কোন প্রচারণা বোর্ডে অথবা ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া প্রচার করা যাবে না।
- প্রচার সামগ্রীর মধ্যে প্রযোজক, পরিচালক এবং মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর উল্লেখ থাকবে।
- প্রচার সামগ্রী সংক্রান্ত উপরোক্ত আইন লংঘন করলে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের সেন্সর সনদপত্র সাময়িকভাবে স্থগিত করাসহ সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাগৃহের লাইসেন্সও বাতিল করা যাবে।

সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহ সনদপত্রহীন/নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা

- যে ক্ষেত্রে সরকার কোনো একটি অথবা এক শ্রেণির সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকে আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে অথবা স্থানীয় চিত্রশিল্পের স্বার্থে অথবা অন্য যে কোনো জাতীয় স্বার্থে সনদপত্রহীন/নিষিদ্ধ করা সমীচীন বলে মতো পোষণ করেন, সে ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য অথবা বাংলাদেশের যে কোনো নির্দিষ্ট অংশের জন্য সরকার নিজ ক্ষমতাবলে ঐ জাতীয় চলচ্চিত্র অথবা কোনো শ্রেণির ছায়াছবির প্রদর্শন এক বা একাধিক এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষণার আদেশ জারি করতে পারেন।

সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহের সনদপত্র স্থগিত করার ক্ষমতা:

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান যদি এ মত পোষণ করেন যে, কোনো একটি সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত হওয়া উচিৎ নয়, তবে সেই চলচ্চিত্রের ইতোপূর্বে জারীকৃত সনদপত্র সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবেন।

চলচ্চিত্রসমূহ জব্দ করার ক্ষমতা:

- যেখানে বোর্ডের এরূপ বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, কোনো স্থানে কোনো ছায়াছবি অথবা প্রচারণা সামগ্রী এ আইনের যে কোনো ধারা লংঘন করে অথবা তদধীনস্থ বিধির যে কোনো বিধান ভংগ করে প্রদর্শন করা হচ্ছে. সে ক্ষেত্রে লিখিত আদেশ বলে সে স্থানটি অনুসন্ধান এবং ছবিটি অথবা প্রচারণা সামগ্রী জব্দ করার জন্য সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্ন পর্যায়ভুক্ত নয় এমন যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা অথবা যে কোনো জেলার উপজেলার সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা/তথ্য কর্মকর্তা/তথ্য অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন।
- যে পুলিশ কর্মকর্তা অথবা জেলা/উপজেলা তথ্য কর্মকর্তা কর্তৃক ছবিটি জব্দ করা হয়েছে তিনি সংগে সংগেই এটি বিজ্ঞ আদালতের নিকট প্রেরণ করবেন।
- ছায়াছবিটি প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ যেরূপ সমীচীন মনে করেন এ আইনের আওতায় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আইন ও বিধি লংঘনের দায়ে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা:

- যে কেউ সনদপত্রহীন অথবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না এমন সনদপত্রপ্রাপ্ত ছায়াছবি অথবা এটি পরিবর্তন অথবা কোনো উপায়ে বিকৃত/রদবদল করে কোনো ছায়াছবি অথবা অননুমোদিত প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন করলে অথবা এ আইনের যে কোনো ধারা অথবা তদধীন বিধির যে কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে তাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য তিন বছর পর্য ন্ত সশ্রম কারাদন্ড তবে এক বছরের কম নয় অথবা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দ ণ্ড প্রযোজ্য হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অপরাধ সংঘটন/অশালীন ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের জন্য ৫ হাজার টাকা করে জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে।
- কোন ব্যক্তি যে কোনো চলচ্চিত্রের ব্যাপারে অপরাধী সাব্য স্ত হয়ে শা স্তিপ্রাপ্ত হলে রায়দানকারী আদালত ছবিটি সরকারের নিকট চিরতরে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও দিতে পারেন।
- এই আইনের বিধানাবলি বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা, অথবা অন্যান্য শর্ত এবং বিধি-নিষেধ, অথবা এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন সিনেমাটোগ্রাফের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা ব্যবহার করেন বা ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করেন অথবা কোন স্থানের স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী ব্যক্তি উক্ত স্থান ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ড, অথবা উভয় দ ণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং তাহার সাইসেন্স, যদি থাকে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিলযোগ্য হইবে।
- যদি কোন ব্যক্তি সিনেমাটোগ্রাফ, ফিল্ম অথবা ভিডিও ক্যাসেট সম্পর্কিত এই আইনের অধীন শা স্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দ ণ্ডিত হন, তাহা হইলে দ ণ্ড প্রদানকারী আদালত উক্ত সিনেমাটোগ্রাফ, ফিল্ম অথবা ক্যাসেট সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিষয়ে অধিকতর নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা সংক্রান্ত বিষয়:

- ২০০৬ সালে সংশোধিত সেন্সরশিপ আইন অনুযায়ী সরকার, বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য অথবা বোর্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক সরল বিশ্বাসে এই আইনে গৃহীত কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনগত কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।
- সেন্সর বোর্ডের বক্তব্য না শুনে কোনো আদালতের পক্ষ থেকে একতরফাভাবে নিষেধাজ্ঞা/অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করা যাবে না।

দি বাংলাদেশ সেন্সরশিপ অব ফিল্মস রুল্স, ১৯৭৭ সম্পর্কে সেবা গ্রহীতার জ্ঞাতব্য জরুরি বিধিসমূহ :

সেন্সর সনদপত্রবিহীন চলচ্চিত্রের পরিবর্তিত সংস্করণ

সরকার কর্তৃক কোনো চলচ্চিত্র গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সনদপত্রবিহীন ঘোষণার পর আবেদনকারীর সংশোধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ তৈরি করে নতুন সেন্সর সনদপত্রের জন্য নির্ধারিত ফরমে বোর্ডের নিকট আবেদন পেশ করতে পারেন।

সনদপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের পুণঃপরীক্ষণ:

যদি কোনো সনদপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকে বোর্ড কর্তৃক কোন আদেশ বলে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় অথবা কোন ডেপুটি কমিশনার হতে অভিযোগ পাওয়া যায় অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষ অথবা নির্দিষ্ট কোন দলের অভিযোগ পাওয়া যায় তবে, সরকারের নির্দেশে বোর্ড কর্তৃক চলচ্চিত্রটি পরীক্ষা করতে হবে।

- কোন চলচ্চিত্র পরীক্ষা করার পর বোর্ড এর মতামত সরকারের নিকট প্রেরণ করবে এবং সরকার ঐ চলচ্চিত্রটির বিষয়ে যেরূপ সমীচীন মনে করবে সেরূপ একটি আদেশ জারি করবে।
- এই বিধির অধীন সরকারের নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ না দিয়ে আবেদনকারীর স্বার্থক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ কোনো আদেশ জারি করা যাবে না।

সনদপত্রের ডুপ্লিকেট কপির জন্য ফি:

সনদপত্রের জন্য পৃথক কোনো ফি আদায় করা হয় না, কিন্তু এর ডুপ্লিকেট কপির জন্য ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পাঁচশত টাকা ফি জমা দিতে হবে।

সনদপত্র সাময়িক স্থগিতকরণ:

বোর্ড কর্তৃক এই বিধিসমূহের অধীন কোনো চলচ্চিত্রের জন্য যে আকারে সনদপত্র মঞ্জুর করা হয়েছে সেটি ব্যতীত ভিন্ন আকারে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হলে চলচ্চিত্রটির সনদপত্র স্থগিত করা হবে।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র:

এ বিষয়ে কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ যদি এ মত পোষণ করেন যে, চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষামূলক, তবে সেই মর্মে সনদপত্র মঞ্জুর হয়ে থাকে এবং এ বিধির অধীন পরীক্ষণ ফি দিতে হবে না।

প্রদর্শনের সময়:

কোনো অনুমোদিত স্থানের মালিক বা স্বত্বাধিকারী বাংলাদেশে প্রযোজিত চলচ্চিত্র বছরে শতকরা ৮০ ভাগের কম প্রদর্শন করতে পারবে না এবং অবশিষ্ট সময়ে বিদেশি ছায়াছবি প্রদর্শন করতে পারবেন।

- যদি কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্থানের মালিক বা স্বত্বাধিকারী নির্ধারিত সময়সীমার অতিরিক্ত সময় বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করার ইচ্ছা পোষণ করেন তবে তিনি সরকারের নিকট অনুমতির জন্য আবেদন পেশ করবেন এবং সরকার এরূপভাবে উক্ত অনুমতি প্রদান করবেন তা বার্ষিক প্রদর্শন সময়কালের শতকরা ৬৫ ভাগের অধিক না হয়। তবে বিধি লংঘনের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাগৃহের এ ধরনের অনুমতিপত্র বাতিল করা হবে।
- কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্থানের মালিক বা স্বত্বাধিকারীকে মাসিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন সময়কালের বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে পেশ করতে হবে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্থানে বোর্ডের সদস্য এবং কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার

বোর্ডের সদস্যগণ অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা অথবা এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি তাহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য অথবা আইন এবং তদধীনে প্রণীত বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্থানে প্রবেশ করতে পারবেন।

- বোর্ডের সদস্য এবং কর্মকর্তাদের কিংবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তির পরিদর্শন প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করার জন্য সকল সিনেমাহল এবং অডিটরিয়াম কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন বহি সংরক্ষণ করবে।

সেন্সরশিপ নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য জরুরি বিধানসমূহ

চলচ্চিত্র পরীক্ষণ এবং তা জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপযোগী কি-না নিশ্চিত করা এবং সনদপত্র মঞ্জু রের বিষয় বিবেচনার জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৮৫ সালে ''কোড ফর সেন্সরশিপ অব ফিল্মস ইন বাংলাদেশ'' প্রণীত হয়।

<u>সাধারণ নীতিমালা:</u>

কোনো একটি চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী হবে না যদি উক্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিদ্যমান থাকে:

⏩ নিরাপত্তা অথবা আইন ও শৃঙ্খলা:

- বাংলাদেশ অথবা এর জনসাধারণকে অথবা তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা এবং পোশাককে হেয় প্রতিপন্ন করা দেখানো হলে ;
- বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এর অখ ণ্ডতা অথবা অ স্তিত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করা দেখানো হলে
- দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলি লঙ্ঘন করা দেখানো হলে ;
- রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অরাজকতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা অথবা অপরাধমূলক কার্যক্রম দেখানো হলে ;
- রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে/নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন সামরিক অথবা অন্যান্য গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করা দেখানো হলে ;
- আইন শৃঙ্খলা ভংগের জন্য অনুপ্রাণিত করলে অথবা আইন ভংগ বা অমান্য করার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা দেখালে ;
- প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ বাহিনী অথবা দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো বাহিনী অথবা দায়িত্বশীল অন্য যে কোনো বাহিনীকে হাস্যস্পদ অথবা অবমাননা করা দেখালে (যে কোনো দুষ্ট ব্যক্তিকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে এই শ্রেণির যে কোনো চরিত্র প্রদর্শন করা হলে তাহা গ্রহণযোগ্য হবে) ;
- প্রতিরক্ষা বাহিনী অথবা পুলিশ বাহিনীকে অননুমোদিত পোশাকে দেখানো হলে ;
- দেশে অপরাধমূলক কার্যকলাপ এবং আইনহীনতাকে সাধারণ ব্যাপার হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া দেখানো হলে এবং আইন রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুপস্থিত অথবা অপারগ অবস্থায় দেখানো হলে ;
- দর্শকদের জন্য ক্ষতিকর হবে এমন প্রবল আইনহীনতা, অন্যায় অপরাধ অথবা গোয়েন্দাবাজিমূলক কার্যক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে দৃশ্যাবলি পূর্ণ করে মূল কাহিনি অপর্যাপ্ত রাখলে ;

⏩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:

- কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন বিষয়ে বাংলাদেশ এবং এর মধ্যে বিবাদ বা বিতর্কমূলক কিছু থাকা সত্ত্বে এর পক্ষে প্রচারণা দেখানো হলে অথবা বিদেশি কোনো বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিনষ্টকারী কোনো প্রচারণা বা কার্যক্রম দেখানো হলে;
- তৃতীয় নীতির লঙ্ঘন করা দেখালে অর্থাৎ অন্যান্য দেশ বা দেশসমূহের সঙ্গে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বিশেষভাবে ক্ষতিসাধন এবং বিদেশি জাতিসমূহের সংবেদনশীলতাকে ব্যাহত করে এমন দৃশ্য দেখানো হলে;
- কোনো গোষ্ঠী অথবা জাতির মর্যাদা বা ইতিহাসের জন্য অনিষ্টকর হতে পারে এমন ঘটনা বা দৃশ্যাবলীর প্রয়োগ বা অবতারণা দেখালে;
- ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করা বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং এর আদর্শ ও বীরগণকে নিন্দা বা হেয় প্রতিপন্ন করা দেখালে;

⏩ ধর্মীয় সংবেদনশীলতা:

- যে কোনো ধর্মকে হাস্যস্পদ, নিন্দা অথবা আঘাত করা দেখালে;
- ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, বর্ণ বা জাতি বিদ্বেষ ঘটানোর প্রচেষ্টা দেখালে;
- বাদ-প্রতিবাদমূলক সামাজিক বিষয়সমূহকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করা অথবা এই সূত্রে ধর্মকে তুলে ধরা অথবা প্রয়োগ করা দেখালে;
- কোনো ধর্ম বিশ্বাসীগণকে দোষারূপ করার লক্ষ্যে তাদের দৃঢ় ধর্ম বিশ্বাসকে হাস্যস্পদ দেখানো হলে।

⏩ দুর্নীতি অথবা অশ্লীলতা:

- দুর্নীতিমূলক কার্যাবলিকে প্রমার্জনা করা অথবা ঘুছে ফেলা দেখালে;
- অশ্লীল জীবনকে অত্যধিক মোহনীয় ও গৌরবময় বলে প্রতিপন্ন করা দেখালে;
- পাপাসক্ত অথবা দুর্নীতিমূলক চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি অথবা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা দেখালে;
- অসৎ বা হীন উপায়ে মানসম্মান লাভের যৌক্তিকতা দেখালে;
- বিবাহ অনুষ্ঠানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার প্রতি আগ্রহপূর্ণ দৃশ্য দেখালে;
- প্রকৃত যৌনক্রিয়া, বলাৎকার/ধর্ষণ অথবা অশ্লীল প্রকৃতির কামুক ভালোবাসা প্রদর্শন করা হলে;
- অশ্লীল সংলাপ, গান অথবা অশালীন অর্থযুক্ত বক্তৃতা প্রদর্শন করা হলে;
- মানবদেহের বিশেষ অংশের আকৃতি সরাসরি অথবা ছায়ার আকারে নিম্নরূপ প্রদর্শন করা দেখালে :
  - নগ্ন অবস্থায়,
  - অসংযতভাবে অথবা অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণভাবে পোশাক পরিহিত অবস্থায়,
  - অশোভন ভঙ্গিমায় অথবা ইন্দ্রিয় উত্তেজক অবস্থায়,
- জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, ঐতিহ্য, প্রথা অথবা সংস্কৃতিকে অশোভনভাবে উপস্থাপন দেখানো হলে (চুম্বন, আলিঙ্গান, জড়াজড়ি যা উপমাহাদেশীয় ছায়াছবিতে গ্রহণযোগ্য নয় । এগুলোএ সম স্ত দেশের প্রচলিত সংস্কৃতিকে লঙ্ঘণ করে। তবে কেবল বিদে শি ছায়াছবিতে চুম্বন গ্রহণযোগ্য হতে পারে। উপমহাদেশীয় ছায়াছবিতে অশোভন জড়াজড়ি ও আলিঙ্গান কাহি নির ধারাগত চাহিদা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে তা ইংগিত অথবা ইঙ্গিতপূর্ণ প্রকৃতির হবে না।)

বিঃ দ্রঃ

- ধর্ষণ করার চেষ্টা অথবা অনুরূপ ইংগিত কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন একে নিন্দা করার উদ্দেশ্যে দেখানো হবে।
- বিকিনি অথবা স্নানের পো শাক পরে গোসলের দৃশ্য কেবল বিদে শি ছায়াছবির ক্ষেত্রে অনুমোদন দে ওয়া যেতে পারে।
- আধুনিক পোশাক এবং উপযুক্ত স্নানের দৃশ্য কেবল স্থানীয় রপ্তা নিযোগ্য ছায়াছবিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে তা অবশ্যই শালীন বা জাতীয় আদর্শভিত্তিক হতে হবে।
- কোন ছায়াছবিতে অধর্ম অথবা দুনীতির প্রতি দর্শকগণকে অনুপ্রা ণিত এবং ধারণা সৃষ্টি করে এরূপ ক্ষেত্রে দুষ্ট অথবা দুর্নীতিপরা য়ণ ব্যক্তিকে তার ভুলের জন্য শাস্তি প্রদান করা দেখানো হলেও তা প্রদর্শনের সনদপত্র প্রাপ্ত হবে না।

⏩ পাশবিকতা :

- ইতর প্রাণির প্রতি অনিয়ন্ত্রিত নিষ্ঠুরতা অথবা পাশবিকতা প্রদর্শন করা দেখালে;
- দর্শকদের মধ্যে বি রূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে এরূপ অত্যধিক ভয়ভীতি, অত্যাচার অথবা নিষ্ঠুরতা অথবা দুর্ভোগ দেখানো হলে;
- সমাজের উপকারের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কা উকে অত্যধিক নির্যাতনের মাধ্যমে গোপন তথ্য উদঘাটন করার প্রচেষ্টা দেখালে।

অপরাধ :

- অপরাধমূলক কার্যক্রমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন অথবা একে উপেক্ষা করা দেখালে;
- নতুন অপরাধ পদ্ধতি সৃষ্টি করে এরূপ অপরাধমূলক কার্যক্রম এবং কার্যসাধন প্রণালী দেখানো হলে;
- অপরাধকারী গড়ে তোলা অথবা অপরাধীর প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি লাভের প্রচেষ্টা দেখালে;
- অপরাধীর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে অপরাধকে প্রতিরোধ করা অথবা খুঁজে বের করার জন্য অথবা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকা রি কর্মকর্তাগণকে বিদ্বেষপরায়ণভাবে হাস্যাস্পদ অথবা হেয় প্রতিপন্ন করা দেখালে;
- দুস্কৃতি অথবা অপরাধমূলক কার্যক্রমকে লাভজনক অথবা জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ঈ ঙ্গিত করা দেখালে;
- অপরাধের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে এরূপ অন্যায় ও অপরাধমূলক কার্যক্রমকে জোরদার দেখানো হলে;
- নবযৌবনোন্মুখ বা কিশোর ও যুবকগণকে অন্যায় ও অপরাধ জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে এবং পঙ্কিলময় বিষয় নয় বলে সুপরিচিত অথবা শিক্ষাদানের চেষ্টা করা দেখালে;
- বিজ্ঞানকে অলৌকিক শক্তির উৎস এবং অপরাধে দীক্ষাদানকারী বৈজ্ঞানিক উপাদানে সুসজ্জিত এবং তার প্রধান কর্মস্থলকে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে পূর্ণ কারখানা হিসেবে প্রদর্শন করা হলে;
- নারী, শিশুদের উপর অমানুষিক নির্যাতন, ঔষধ, মদ অথবা অনুরূপ অন্য কো নো পদার্থের চোরাচালান প্রদর্শন করা হলে।

নকল/নকলবাজী :

দেশী অথবা বিদেশি যে কোনো পুরাতন অথবা নির্মাণাধীন ছায়াছবি হতে হুবহু নকল করা হলে।

বি. দ্র.

- একটি ছবিকে তখনই নকল বলা যায় যখন হুবহু নকলের নিকটবর্তী থাকে যার ফলে এই ছবি যে ব্যক্তি দেখেন তার নিকট মূল ছবিটি বলে মনে হয়।
- স্থানীয় সুপরিচিত রূপকথা বা লোকগাথা কো নো ছবিকে নকল বিবেচনার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না কেবল সে ক্ষেত্রেই যখন কো নো প্রযোজক তার নিজের পুরাতন ছায়াছবির উৎকৃষ্টতর রূপান্তর সৃষ্টি করেন অথবা তিনি বৈধভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে কোন ছবির উৎকৃষ্টতর মূল রূপা ন্তর পুণঃনির্মাণ করেন।

বিবিধ :

- যৌতুক প্রথাকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য ছাড়া এইরূপ কার্যক্রম প্রদর্শন করা হলে,
- যদি কোনো ছায়াছবির এক বা একাধিক আপত্তিকর অংশ কর্তন করে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী থাকে তবে একে সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনা করা অপ্রত্যাশিত। একটি ছায়াছবি সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন তখনই যখন বোর্ডের এই নির্দেশাব লির শর্তানুসারে উক্ত ছায়াছবিটি কর্তনসহ অথবা বিনা কর্তনে কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও প্রদর্শনের উপযোগী নয় বলে বিবেচিত হয়।

পরিদর্শন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সেবা প্রদান:

- অশ্লীল ছবি সমাজের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটায়। এ ধর নের অশ্লীল ও অবৈধ চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধের জন্য বোর্ডের সম্মানিত সদস্য, কর্মকর্তা এবং চলচ্চিত্র পরিদর্শকগণ দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সিনেমা হলসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন।
- মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে এ কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- এ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে সিনেমা হল পরিদর্শন করছেন, যা অশ্লীল ছবি প্রদর্শন বন্ধে সরকারের উদ্যোগে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
- পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পকে অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে রক্ষা করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং চলচ্চিত্র শিল্পে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগঃ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের কার্যালয় রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৯), ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় সেন্সর সনদপত্রের আবেদনপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এছাড়াও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের নিজস্ব ওয়েব সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাবে।

- ওয়েব সাইটের ঠিকানা : www.bfcb.gov.bd
- ই-মেইল ঠিকানা : secretary@bfcb.gov.bd, secretarybfcb@yahoo.com
- টেলিফোন নম্বর : ভাইস চেয়ারম্যান - ৯৩৩২৪২৭, সচিব-৯৩৩০২১৮, পরিদর্শন শাখা - ৯৩৩১৩৩৯
- ফ্যাক্স নম্বর : ৯৩৩৯২৮৫।

##